ইসলামের দৃষ্টিতে

মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল

ড. নূরুল ইসলাম

Contents

ইসলামের দৃষ্টিতে

মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল

ড. নূরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

৬. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ‘যিনি তাদেরকে ন্যায়ের আদেশ দেন ও অন্যায় থেকে নিষেধ করেন। যিনি তাদের জন্য পবিত্র বিষয় সমূহ হালাল করেন ও নাপাক বিষয় সমূহ নিষিদ্ধ করেন’ *(আ‘রাফ ৭/১৫৭)*।

আলোচ্য গ্রন্থে বিজ্ঞ লেখক অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ৩টি মৌলিক হাতিয়ার তথা মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল সম্পর্কে দালীলিক আলোচনা পেশ করেছেন। এ সকল বিষয় ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা সচরাচর হয় না, অথচ এগুলি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। লেখক কুরআন, হাদীছ, ফিক্বহ, ইতিহাস এবং পত্র-পত্রিকা থেকে সমসাময়িক ঘটনাবলী ও উদাহরণ উদ্ধৃত করে বিষয়গুলির খুঁটিনাটি আলোচনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। যা সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে গবেষকদের জন্যও জ্ঞানের খোরাক যোগাবে।

উল্লেখ্য যে, লেখক ২০০৬ সালে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ঢাকা কর্তৃক ‘মুনাফাখোরী, মজুদদারী, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় : ইসলামী দৃষ্টিকোণ’ শীর্ষক শিরোনামে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সমগ্র বাংলাদেশে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ তিনি নগদ ১৫ হাযার টাকা ও সনদ লাভ করেন। দীর্ঘদিন পর তাঁর উক্ত রচনাটি পরিবর্ধন ও পরিমার্জনপূর্বক প্রবন্ধাকারে মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (আগস্ট-ডিসেম্বর’১৯ ও ফেব্রুয়ারী’২০) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এক্ষণে সেটি আমরা গ্রন্থাকারে পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। *আল-হামদুলিল্লাহ*। সেই সাথে লেখক এবং গবেষণা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন-আমীন!

সচিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সদস্যরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তির একার পক্ষে তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় ও মুনাফা লাভের বিধান প্রবর্তন করেছেন। খ্যাতনামা ফকীহ ইবনু কুদামা (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ، وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهِ؛ لِأَنَّ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ تَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ، وَصَاحِبُهُ لَا يَبْذُلُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَفِي شَرْعِ الْبَيْعِ وَتَجْوِيزِهِ شَرْعُ طَرِيقٍ إِلَى وُصُولِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى غَرَضِهِ، وَدَفْعِ حَاجَتِهِ-

'সার্বিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সকল মুসলমান ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আর প্রজ্ঞার দাবীও তাই। কেননা মানুষের প্রয়োজন তার সাথীর নিকট যা রয়েছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট। অথচ তার সাথী বিনিময় ব্যতীত তা প্রদান করবে না। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় বিধিসম্মত ও জায়েয করে তাদের উভয়েরই উদ্দেশ্যে পৌঁছা ও প্রয়োজন পূরণ করার পথ প্রবর্তন করা হয়েছে'।[৪]

'আল-ফিক্বহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ' প্রণেতা বলেন, فالبيع والشراء من أكبر الوسائل الباعثة على العمل فى هذه الحياة الدنيا، وأجل أسباب الحضارة والعمران- 'এই পার্থিব জগতে ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা-বাণিজ্য) কর্মোদ্দীপনার অন্যতম বড় মাধ্যম এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান উপকরণ'।[৫]

---

৪. *ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (রিয়াদ: দারু আলামিল কুতুব, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৭হিঃ/ ১৯৯৭খ্রিঃ), ৬/৭।*

৫. *আব্দুর রহমান আল-জাযীরী, আল-ফিক্বহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২৪ হিঃ/২০০৪ খ্রিঃ), ২/১২৪।*

হবে। তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং ব্যবসায় সততা ও সত্যবাদিতা অবলম্বন করে তারা ব্যতীত'।[৮]

তিনি আরো বলেন, إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ 'ব্যবসায়ীরাই তো পাপাচারী। বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ কি ব্যবসাকে হালাল করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু ব্যবসায়ীরা কথা বললে মিথ্যা বলে এবং কসম করে পাপ করে'।[৯]

রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল কোন উপার্জন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ 'নিজ হাতে কাজ করা এবং প্রত্যেক বায়য়ে মাবরূর'।[১০] যে ব্যবসায় মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা, সংশয় ও আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ থাকে না তাকে 'বায়য়ে মাবরূর' বলে।[১১]

কাতাদা (রহঃ) বলেন, اَلتِّجَارَةُ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِ اللهِ حَلاَلٌ مِنْ حَلاَلِ اللهِ لِمَنْ طَلَبَهَا بِصِدْقِهَا وَبِرِّهَا 'ব্যবসা আল্লাহ্র রিযিক সমূহের মধ্যে একটি রিযিক এবং আল্লাহ্র হালালকৃত বস্তুগুলির মধ্যে একটি হালাল বস্তু ঐ ব্যক্তির জন্য, যে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে ব্যবসা করে'।[১২]

ইসলাম ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে জাতীয় ও সামষ্টিক স্বার্থকে গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ ব্যাপারে মূলনীতি হল, إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع فتقدم مصلحة المجتمع 'সমাজের স্বার্থের সাথে যখন ব্যক্তি স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে, তখন সমাজের স্বার্থ অগ্রাধিকার লাভ করবে'।[১৩] এজন্য যেসব কারবারের ফলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষ আঙ্গুল

---

৮. তিরমিযী হা/১২১০; ইবনু মাজাহ হা/২১৪৬; ছহীহা হা/৯৯৪; হাকেম, ২/৮, হাদীছ হাসান।

৯. আহমাদ হা/১৫৫৬৯; সিলসিলা ছহীহা হা/৩৬৬।

১০. আহমাদ হা/১৭২৬৫; মিশকাত হা/২৭৮৩; ছহীহা হা/৬০৭।

১১. আল-ফিক্বহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ ২/১২৪।

১২. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৪হিঃ/১৯৯৪ খ্রিঃ), ৫/৪৩২।

১৩. প্রফেসর ড. ওমর বিন ফায়হান আল-মারযূকী ও অন্যান্য, আন-নিযাম আল-ইকতিছাদী ফিল ইসলাম (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ৭ম সংস্করণ, ১৪৩৮হিঃ/২০১৭ খ্রিঃ), পৃঃ ১৩৭।

ফুলে কলা গাছ হয়, আর আপামর জনসাধারণের ওঠে নাভিশ্বাস, সেসব কারবারকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

অত্যধিক মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী মজুদ করে দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়ার পদতলে তাদেরকে পিষ্ট করা এবং খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য পণ্যে ভেজাল প্রদান করে মুনাফা লুটে নেয়া তেমনি নিষিদ্ধ কারবার। উপরন্তু এগুলো অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করার শামিল। আর আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করার বিরুদ্ধে বজ্রনির্ঘোষ বাণী উচ্চারণ করে হুঁশিয়ারী প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত। আর তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল' *(নিসা ৪/২৯)*।

সাইয়িদ কুতুব (রহঃ) বলেন, وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن بها الله، أو نهى عنها، ومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها، وجميع أنواع البيوع المحرمة- 'মুমিনদের মধ্যে সম্পদ লেনদেনের প্রত্যেক পদ্ধতি যার অনুমতি আল্লাহ দেননি বা তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তার সবই অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করার শামিল। যেমন- ধোঁকা, প্রতারণা, ঘুষ, জুয়া, মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুদ করে রাখা এবং সকল প্রকার হারাম ক্রয়-বিক্রয়'।[১৪]

আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করি। কিন্তু এর ইসলামী বিধি-বিধান না জানার কারণে নানাবিধ হারাম ও অবৈধ কারবারে জড়িয়ে পড়ি। অথচ সেসব বিধি-বিধান জানা আমাদের জন্য আবশ্যক। যাতে ক্রয়-বিক্রয় সঠিক পন্থায়

১৪. *সাইয়িদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন (জেদ্দা: দারুল ইলম, ১২তম সংস্করণ, ১৪০৬হিঃ/ ১৯৮৬খ্রিঃ), ৫/৬৩৯।*

হয় এবং যাবতীয় দুর্নীতি ও অবৈধ পন্থায় মুনাফা লাভ থেকে বিরত থাকা যায়। এজন্য ওমর (রাঃ) বাজারে ঘুরে ঘুরে বলতেন, لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه. وإلا أكل الربا شاء أم أبى 'যে ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম জানে কেবল সেই আমাদের বাজারে ব্যবসা করতে পারবে। নচেৎ সে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সূদ ভক্ষণ করবে'।[১৫] তিনি আরো বলতেন, لا يقعد في سوق المسلمين من لا يعرف الحلال والحرام- 'যে হালাল-হারাম চিনে না সে মুসলমানদের বাজারে বসবে না'। যাতে সে নিজে সূদী কারবারে জড়িয়ে না পড়ে এবং মুসলমানদেরকেও না জড়ায়।[১৬]

মালেকী ফকীহ মুহাম্মাদ আর-রাহওয়ানী (১৭৪৬-১৮১৫) তাঁর 'আওযাহুল মাসালিক' গ্রন্থে তাঁর একজন শিক্ষক থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি মুহতাসিবকে দেখেছেন তিনি বাজারে হাটতেন এবং প্রত্যেক দোকানে দাঁড়িয়ে দোকানদারকে ক্রয়-বিক্রয়ের আবশ্যকীয় বিধি-বিধান, কিভাবে তার নিকট সূদের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে এবং কিভাবে সূদ থেকে বেঁচে থাকা যায় সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। দোকানদার সদুত্তর দিতে পারলে তাকে বাজারে বসতে দিতেন। আর ক্রয়-বিক্রয়ের কোন নিয়ম না জানলে তাকে দোকান থেকে উঠিয়ে দিতেন। মুহতাসিব বলতেন, لا يمكنك أن تقعد في أسواق المسلمين، تطعم الناس الربا وما لا يجوز- 'তুমি মুসলমানদের বাজারে বসতে পারবে না। কেননা তুমি মানুষকে সূদ ও নাজায়েয জিনিস খাওয়াবে'।[১৭]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, يَحْرُمُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ شَرْطِهِ 'ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত না জেনে ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়া হারাম'।[১৮]

---

১৫. *সাইয়িদ সাবিক, ফিক্বহুস সুন্নাহ (বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪/২০০৩), ২/১৩৭।*

১৬. *প্রফেসর ড. সা'দ বিন তুর্কী আল-খাছলান, ফিক্বহুল মু'আমালাত আল-মালিয়াহ আল-মু'আছিরাহ (রিয়াদ : দারুছ ছুমায়ঈ, ২য় সংস্করণ, ১৪৩৩ হিঃ/২০১২ খ্রি.), পৃঃ ৯।*

১৭. *ঐ, পৃঃ ৯।*

১৮. *নববী, আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব ১/২৫।*

এজন্য এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যেই গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে। যদি পাঠক এর মাধ্যমে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল প্রদান সম্পর্কে ইসলামের বিধি-বিধান অবগত হতে পারে এবং এর ভয়াবহ পরিণাম জেনে তা থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে, তবেই লেখকের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

-বিনীত লেখক

নওদাপাড়া, রাজশাহী
১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২০ খ্রিঃ